ইসলামের দৃষ্টিতে আবাসন

[বাংলা – Bengali – بنغالي[

আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

ضوابط بناء المساكن في الإسلام

« باللغة البنغالية »

عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

1435 - 2014

IslamHouse.com

সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ইসলাম সর্বদা পরকালের ভাবনাকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করে, কারণ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখিরাতের শস্যক্ষেত ও আমলের চারণভূমি। তবে মানুষের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবন ধারণের অন্যান্য উপাদানকে উপেক্ষা করে নি। বাসস্থান নির্মাণ মানুষের জীবন যাপনের অত্যাবশকীয় উপাদান। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ
ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧
﴾ [القصص: ٧٧]

“আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না”। [সূরা আল-কাসাস, ৭৭]

সুন্দর একটি বাড়ি মানুষের জীবনে লালিত একটি স্বপ্ন, প্রশান্তির লাভের জায়গা, সর্বোপরি এটি মহান আল্লাহর অপার নিয়ামত যা তিনি বান্দাহকে দান করেন। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّن
جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتٗا تَسۡتَخِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ
إِقَامَتِكُمۡ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثٗا وَمَتَٰعًا

3

إِلَىٰ ﴿ ٨٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا وَجَعَلَ لَكُم
مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ
وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُسْلِمُونَ ٨١ ﴾ [النحل: ٨٠، ٨١]

“ [illegible] عن خباب رضي الله عنه قَالَ: إنَّ الرجُلَ لَيؤجَرُ فِي كُل شِيءٍ إلا البِناء.

খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , ঘর বাড়ি নির্মান কাজ ব্যতীত সব কাজে ব্যয়ে মানুষ প্রতিদান পাবে।[1]

জীবনের অনস্বীকার্য উপাদান ও মানবিক চাহিদার বিবেচনায় ইসলামি শরি ‘য়ত আবাসন নির্মাণ বৈধ করেছে এবং এ সম্পর্কে কতিপয় নীতিমালা নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো ,

- জনসাধারণ ও বিশেষ কাউকে ক্ষতি বা কষ্ট না করা। ইসলামের প্রতিটি বিধানের মূলই হলো কাউকে কষ্ট না দিয়ে ও কারো প্রতি সীমালঙ্ঘন না করে নিজের মালিকানা ভোগ করা।
- প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা। শুফ ‘আর হক (পাশের জমির মালিকের হক) আদায়। ভবনের উপরের ও নিচ তলার মালিকদের হক আদায় ইত্যাদি ইসলামের অপরিবর্তনীয় নীতিমালা।

  এসব অধিকার আদায়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

‘উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , ক্ষতি করাও যাবে না , ক্ষতি সহ্য করাও যাবে না।[2]

---

[1] আল-আদাবুল মুফরাদ লিলবুখারী , হাদীস নং ২১০ , আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] ইবন মাজাহ , হাদীস নং ২৩৪০ , আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকীম , ২৩৪৫, ইমাম হাকিম বলেছেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ , ইমাম

5

প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ»

“আবু শুরাইহ আন-খুযা‘য়ী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথা নীরবতা অবলম্বন করে”।[3]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»

ইবন ‘উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ

যাহাবী রহ. ও একমত পোষণ করেছেন।

[3] মুসলিম, হাদীস নং ৪৮।

6

দিচ্ছিলেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই তিনি তাকে হয়তো ওয়ারিস বানাবেন।

4

নানা কারণে প্রতিবেশীর ক্ষতি সাধিত হয়, যেমন, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ, উচ্চশব্দ, রাস্তার অপব্যবহার, দরজা ও জানালা দিয়ে কারো ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। সুতরাং অন্যকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মাণ করা হারাম। এমনকি কাউকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলেও জমির মালিকের কার্যক্রমে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে ফিকহবিদদের মতে তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হবে। যেমন কেউ তার জমিনের সীমানায় যদি কাঁটাযুক্ত গাছ লাগায় বা এমনভাবে গৃহ নির্মাণ করল যা অন্যকে আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত করে। মোটকথা হলো, যথাসাধ্য অন্যের ক্ষতি না করে নিজের মালিকানা উপভোগ করার চেষ্টা করা।
• গৃহ নির্মাণের জন্য জায়গাটি ও উপকরণ
হালাল হওয়া। জোরপূর্বক অন্যের জায়গায় বাড়ি ঘর নির্মাণ করলে তা মালিককে ফেরত দিতে হবে।
• সুউচুঁ অট্টালিকা তৈরি, নির্মাণ কাজে
অপব্যয়, জালিম ও অমুসলিমদের অনুসরণ না করা। কেননা অতিউচুঁ ভবন নির্মাণ কিয়ামতের আলামত, আর এটা কখনও কখনও অহংকারের কারণ। তবে প্রয়োজন হলে উচুঁ ভবন নির্মাণে কোনো বাঁধা নেই। হাদীসে জিবরীলে এসেছে,

4 বুখারী, হাদীস নং ৬০১৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৫।
7

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»

“আগন্তুক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তুক বললেন, আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে; আর নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে”।[5]

- তাছাড়া গৃহকে অতিসাজে সজ্জিত করা, কারুকার্য করা মাকরূহ। কেননা মানুষ এ জগতে স্থায়ী নয়, এখানে প্রয়োজন অনুসারে মানুষের জীবন অতিবাহিত করা উচিত। হাদীসে এসেছে,

قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ، رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ

---

[5] বুখারী, হাদীস নং ৪৭৭৭, মুসলিম, ৮।

৪

يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُـوَ الْحِجَـارَةَ وَالطِّينَ» قَـالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْـهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ

কেটে দু-টি বালিশ বানালাম এবং সে দুটির ভিতরে খেজুর গাছের অংশ ভরে দিলাম। তাতে তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না”।[6]

তবে কেউ যদি আল্লাহর নি‘য়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য কারুকার্য ও সৌন্দর্য করে তবে তা জায়েয।

- আপনার গৃহটি যেন স্থায়ীত্ব, শক্ত, মজবুত ও হালাল উপকরণের দ্বারা তৈরি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বান্দাহর মজবুত ও নিপুন কাজ পছন্দ করেন। আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ ﴾ [التوبة: ١٠٥]

“আর বল, ‘তোমরা আমল কর। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে”। [আত-তাওবা : ১০৫]

- পর্যাপ্ত আলো বাতাস, পানির সুব্যবস্থা ও পরিবেশের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে মসজিদের আশেপাশে গৃহ নির্মাণ উত্তম। কেননা মু’মিনের জিন্দেগী মসজিদ ছাড়া পানি ছাড়া মাছের ন্যায়।

---

[6] মুসলিম, হাদীস নং ২১০৭।

10

- [illegible] [illegible] [illegible]

زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١ ﴾ [النور: ٣٠، ٣١]

"[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٨ [النور: ٥٨]

"[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]